দৈনিক বাংলা

180

তারিখ ...12/5/80... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৫ ... ...

নিরক্ষরতা দূরীকরণ : একটি সমীক্ষা

নিরক্ষরতা যে জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক এবং অন্যতম প্রধান অন্তরায় চিন্তাশীল ব্যক্তিসহ সকল মহলই একথা স্বীকার করেন। বিষয়টি উপলব্ধি করে সরকার এদেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার জোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেরীতে হলেও এ শুভ পদক্ষেপটি সত্যই প্রশংসনীয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ জড়িত থেকে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি।

সার্বিক পরিসংখ্যান না থাকলেও একথা সত্য যে, এদেশের কমপক্ষে শতকরা ৮০ জন মানুষ এখনো নিরক্ষর, মহিলাদের ক্ষেত্রে এর আনুপাতিক হার আরও বেশী। ইউনিস্কোর পরিসংখ্যানের নিরিখে দেখা যায়, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ নর-নারী লিখতে পড়তে পারে না। অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার আলো থেকে তারা আজও বঞ্চিত। অতএব, নিরক্ষরতা শুধু একটি জাতীয় সমস্যা নয়, এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। সাক্ষরতা ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই নিরক্ষর সমাজ সভ্যতা ও আধুনিকতার প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। নিরক্ষরতা আনে কর্মবিমুখতা। কর্মবিমুখতা আনে দারিদ্র এবং দারিদ্র আনে ধ্বংস। নিরক্ষরতা সকল ক্ষেত্রেই ভাগ্যোন্নয়নের অন্তরায়। উন্নয়নকামী দেশের শহর ও পল্লীর সকল প্রকার প্রকল্প বাস্তবায়নের এটা একটা বড় প্রতিবন্ধক। দেশের জনসমষ্টির গরিষ্ঠ অংশের অক্ষর জ্ঞানহীনতাই বহু দরিদ্র দেশের দারিদ্র্যতার একমাত্র কারণ। এজন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে গরীব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে সব চাইতে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অতএব জনস্বার্থে ও কল্যাণের জন্য আমাদের এখন আশু দায়িত্ব হবে দলমত নির্বিশেষে সরকারী যৌথ উদ্যোগে অনতিবিলম্বে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি জটিল সমস্যা বটে। এ ব্যাপারে একটি আলাদা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতির আওতাধীন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের এবং বর্তমান তাদের মন-মানসিকতা এক নয়, তাই মন-মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরক্ষর শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

নিরক্ষরদের মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দিলেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, কেন মানুষ নিরক্ষর থাকে ? অথবা নিরক্ষরতার উৎপত্তি কোথায় ? এদেশের প্রায় শতকরা ৯২ জন লোককে দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, ফলে তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া না করে অল্প বয়স থেকেই উপার্জনের পথে পা বাড়ায়। অভাবের তাড়নায় তারা কাজ করে বা ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে বলেই বিদ্যালয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া পিতা মাতা যেখানে কিশোর সন্তানের শ্রম অথবা উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংসারের কিছুটা অভাব মিটাচ্ছেন সেখানে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন না।

অন্যদিকে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস অথবা নদীর ভাঙন অনেক সচ্ছল পরিবারের হঠাৎ মেরুদন্ড ভেঙে দেয় বলে সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরও লেখাপড়া সেখানেই স্তব্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বেকার সমস্যা সাধারণ পরিবারের অভিভাবকদের শিক্ষাবিমুখ করে ফেলেছে। যে পিতা দেখতে পান বিএ পাস বড় ভাইয়ের পকেট খরচ মিল শ্রমিক ছোট ভাই বহন করছে, সে পিতা ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাঙ্গনে না পাঠিয়ে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে উৎসাহী হন।

শিক্ষালাভ করে বেকার হাওয়ার মূল কারণ প্রচলিত শিক্ষা উৎপাদনমুখী নয়। সরকারের হাতে শিক্ষার কোন নীল নকশা না থাকাও এর অন্যতম কারণ। কোন ক্ষেত্রে কতজন এবং কি ধরনের শিক্ষিতের দরকার, তারও কোনো পরিসংখ্যান নেই। ফলে সংখ্যার দিক থেকেও রয়েছে ভারসাম্যের অভাব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি আমাদের দেশে কেরানীর প্রয়োজন হয়ে থাকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) তবে সেখানে কেরানী পাওয়া যাবে ৮০,০০০ (আশি হাজার)। অন্যদিকে যেখানে প্রয়োজন ১০,০০০ (দশ হাজার) ডাক্তার, সেখানে পাওয়া যাবে মাত্র ১,০০০ (এক হাজার) ডাক্তার। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। তাছাড়া শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগও হচ্ছে না। যেমন বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে ব্যাংকে চাকরি এবং বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে এমন এক চাকরি যেখানে ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এমনি ব্যাপারের আরও বহু উদাহরণই দেয়া যেতে পারে।

মূলতঃ পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাই নিরক্ষর সৃষ্টির ও বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সমস্যার সমাধানের উভয় সম্পর্ক আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি ও চিন্তা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে দেশকে নিরক্ষরতা-মুক্ত করা সম্ভব নয়, বরং দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। পূর্বেই বলেছি, নিরক্ষরতা আনে কর্মবিমুখতা, কর্মবিমুখতা আনে দারিদ্র, দারিদ্র আনে দুঃখ কষ্ট ও ধ্বংস। তাই নিরক্ষরতাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে জাতিকে বাঁচানো যাবে এবং জাতীয় প্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য আমাদের 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়টি কি এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিরক্ষরতা দূরীকরণ বলতে যদি নাম লেখা পর্যন্ত বুঝায় তবে জাতীয় অগ্রগতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে তার কোন ছাপ পড়বে না। নাম লেখার প্রশিক্ষণ একটি নিরক্ষর ব্যক্তির উন্নতির সোপান হতে পারে, কিন্তু তার মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে না। প্রকৃত পক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ বলতে যা বুঝায়, অন্যের সাহায্য ছাড়াই মাতৃভাষায় লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে পারা। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ছাড়া মাতৃ ভাষায় লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে পারে না সেই নিরক্ষর। নিরক্ষরতার যে সংজ্ঞা আমি পেশ করলাম তা যদি সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ নীতির অনুকূলে হয়ে থাকে তবে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি নীল নকশাভিত্তিক কর্মসূচী। এ প্রস্তাবিত নীল নকশাকে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা উচিত। যার মাধ্যমে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে জনগণের সহযোগিতা নিম্ন বর্ণিত কার্যাবলীসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেতে পারে। (ক) জরিপ (খ) সিলেবাস প্রণয়ন (গ) প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনমত গঠন, (ঘ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।

উল্লিখিত কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দান অত্যাবশ্যক বলে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো : (ক) জরিপ : নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজের সুবিধার্থে এলাকা ভিত্তিক একটি জরিপের রিপোর্ট নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নিয়োজিত কর্মীর হাতে থাকা দরকার। এতে নিরক্ষরদের অবস্থানসহ বিস্তারিত রিপোর্ট এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর অগ্রগতির একটি চিত্র কর্মীগণ পাবে যা নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ জরিপ কাজ স্বেচ্ছাশ্রমে, শহরের এলাকার স্কাউট, সিভিল ডিফেন্স, স্বেচ্ছাসেবী এবং ছাত্রদের মাধ্যমে করা যেতে পারে। গ্রাম এলাকায় স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যদের মাধ্যমে করা যেতে পারে। মানবিক কারণে ছাত্রসমাজের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে এগিয়ে আসা উচিত। যে ছাত্রই জরিপ কাজে অথবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সহযোগিতা করবে না তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী আদেশ জারি করা একান্ত অত্যাবশ্যক।

(খ) পাঠ্যক্রম : নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সময়োপযোগী মন-মানসিকতা ভিত্তিক এবং অল্প সময়ে শিক্ষা দেয়ার মত পাঠ্যক্রম থাকা অত্যাবশ্যক। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মত নিয়মিত পাঠ্যক্রম দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী চালানো যাবে না। স্কুল কলেজের ছাত্ররা লেখাপড়ার প্রতি যে সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতে পারে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আওতাভুক্ত কর্মজীবী ছাত্ররা তা করবে না কারণ লেখাপড়া তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে না, বরং পরিবারের ভরণপোষণই তাদের প্রধান কর্ম। অন্য দিকে স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে কর্মজীবী বয়স্ক লোক বেশী বুদ্ধিমান থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর যে ছাত্র স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩ (তিন) মাসে শেখে সেখানে কর্মজীবী নিরক্ষর ছাত্ররা তা ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে শিখতে পারবে, একথা আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তাছাড়া এদেশের নাগরিকদের দেশের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং চিত্তবিনোদনমূলক কর্মসূচীও এ পাঠ্যক্রমের অন্তভুক্ত রাখা একান্ত জরুরী। ফলে একদিকে নিরক্ষর ছাত্রগণ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হবেন, অন্য দিকে দেশ ও জাতি গঠনে তারা একটি প্রশিক্ষণ পাবেন। অতএব নিরক্ষরতা দূরীকরণ পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার।

(১) কৃষি, (২) মৎস্য চাষ, (৩) সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি (৪) ধর্ম, (৫) নির্বাচন পদ্ধতি (৬) সমবায়, (৭) জনকল্যাণমূলক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা : পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলির দায়-দায়িত্ব (৮) নাগরিক এর অধিকার ও কর্তব্য, (৯) চিত্তবিনোদন প্রভৃতি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে ছাত্রদের বয়সের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। তা ছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ১৪ বৎসরের একজন কিশোরের সাথে পাশাপাশি বসে ৪৫ বৎসরের একজন লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। অথচ কিশোর বয়স-এর এক বিরাট অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত যারা হোটেল রেস্তোরায় কাজ করে, বা চিনাবাদাম, কলা, খবরের কাগজ বিক্রী করে অথবা হোসিয়ারী কলকারখানায় হাল্কা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীতে তাদেরও অন্তভুক্ত রাখতে হবে, অন্যদিকে মহিলা সমাজ দেশের মোট জনশক্তির অর্ধেক। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদের প্রতি সমগুরুত্ব দিতে হবে।

—তৈমুর আলম খন্দকার